১২-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হল সুন্দর (সুহাবনা , attractive) কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ, যেখানে বাবা স্বয়ং এসে পতিত ভারতকে পবিত্র তৈরী করেন "

প্রশ্ন -- সঙ্গমযুগে যখন বাবা আসেন , তখন আমরা কোন্ ইশারা পেয়ে থাকি ?

উত্তর -- এই পুরানো দুনিয়ার শেষ (অন্ত) হওয়ার ইশারা সবাই পেয়ে যায় কারণ বাবা আসেন পতিত সৃষ্টিকে সমাপ্ত করতে, সেই কারণে বিনাশেরও সাক্ষাৎকার হয় । তোমরা এখন সামনে নতুন দুনিয়ার বৃক্ষ (ঝাড়) দেখতে পাচ্ছো ।

গীত --: তোমাকে পেয়ে আমরা .....

ওম্ শান্তি । বাস্তবে বলা উচিত (রুহানী) আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি (রুহানী) আত্মিক বাবার সুপ্রভাত, কারণ বাচ্চারা জানে বাবা রাতকে দিন বানাতেই এসেছেন । শেষে বাবাও কোন সময়ে আসেন? তিথি তারিখ তো কিছুই নেই । কিন্তু তাহলে বাবা কোন সময়ে আসেন, অবশ্যই বারোটা বেজে এক মিনিট হবে হয়তো, তখন বাবা এই শরীরে প্রবেশ করেন মনে হয় । এই হলো বেহদের রাত আর দিন । তিথি তারিখ বলা যাবে না । নিজেদের বাচ্চাদেরই বলা হয় আমি (শিববাবা) এসে রাতকে দিন, নরককে স্বর্গ তৈরী করি অথবা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া তৈরী করি । বোঝা যাচ্ছে যে বাবার আসা রাত্রিকেই বলা হচ্ছে । শিবরাত্রি বলা হয় না ! আসেনই রাত্রিকে দিন করতে । ওঁনার কি কোনো জন্মপত্রিকা হয় ? কৃষ্ণ জয়ন্তীরও তিথি তারিখ কিছুই হয় না কারণ তাকেও তো অনেক দূর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । এটা কেউই জানে না । কৃষ্ণের জন্ম কবে হয়েছিল? সম্ভবত তিথি তারিখ কিছুই হয় না । বাকী শুধু রাত্রে পালন করা হয় । বাস্তবে শিববাবা রাত্রেই আসেন । তোমাদের বাচ্চাদের কথায় শিববাবার রাত্রি । ভারতে শিবরাত্রি পালন করা হয় । শিবজয়ন্তীও বলা হয় , কিন্তু বাস্তবে শিবজয়ন্তী বলা উচিত নয় কারণ ওঁনার তো মৃত্যু নেই । মানুষ যেমন জন্মায় তো তাকে মরতেও হয় । আর তিনি তো মৃত্যুকে বরণই করেন না, সেইজন্য শিবজয়ন্তী বলা ভুল হবে । শিবরাত্রি বলাই ঠিক । এই সবকিছু শিববাবাই বলছেন । দ্বিতীয় আর কেউ এইসব কথা বলতে পারে না । যদিও বলা হয় শিবোহম কিন্তু বলতে পারেনা যে আমি কবে আসি? আর এসে কি করি ? শিববাবা তো বলেন এবার অর্দ্ধকল্পের রাত্রি পুরো হয়ে দিন শুরু হবে। গীতার এপিসোডই রিপীট হচ্ছে । মৃত্যুর ঝড় (তুফান) সামনে দাঁড়িয়ে আর সঙ্গে আবার পতিত দুনিয়া, দুটোই হল সমান তালে । কলিযুগের অন্তিম সময় । সঙ্কট বিপত্তি তো সামনেই দাঁড়িয়ে । তোমরা এখন বোঝো যে এটাই হল মহাভারতের লড়াই, আর যার জন্য শাস্ত্রেও গায়ন আছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । তাহলে তো অবশ্যই গীতার ভগবান এসে গেছেন । তিনি তো আসেনই কলিযুগের অন্তিমে । সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার (first prince) , সে তো আর দ্বাপরে আসতে পারে না । মানুষ চুরাশিটা শরীর প্রাপ্ত করে । প্রতিটি জন্মে চেহারা (feature) বদল হয় -- একে অপরের সাথে কোনও মিল হয় না । যদিও এখন কৃষ্ণের গায়ন পূজন হয় , কিন্তু তার হুবহু চেহারা (accurate feature) তো হয় না । তার ফটো পাওয়াও মুশকিল । এমনিই মাটির, কাগজের তৈরী করে দেয় । যখন তোমরা ধ্যানে বসো তখন তার হুবহু চেহারা দেখতে পারো । ফটো বার করা যায় না । মীরা কৃষ্ণের সাথে নাচ

করতো, অনেক প্রসিদ্ধ ছিল । শিরোমণি ভক্তদের মধ্যে তার নাম গাওয়া হয় । কৃষ্ণকে স্মরণ করতো বলেই ঝট্ করে তার (মীরার) সাক্ষাৎকার হয়েছিল । কৃষ্ণের সাথে প্রীত ছিল যে! সাক্ষাৎকারে দেখেছিল তাই পবিত্র থাকতে চেয়েছিল । মীরা জানতো সেখানে বিকার হয় না। কৃষ্ণের সাথে যখন প্রীত হয়েছে তখন অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । পতিত তো কৃষ্ণের সাথে মিলিতও হতে পারে না । মীরা পবিত্র ছিল তাই তার মহিমা আছে । এইসব রহস্য বাবাই বোঝান । ভক্তি মার্গে তো তার অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুরের ভাবনা পুরো হয়েছিল । মনোকামনায় যা ছিল , সেসবের সাক্ষাৎকার হয়েছিল, সেইসব অল্পকালের জন্য পুরোও হয় । অনেক প্রকারের দেবতা আছেন, তাদের সাক্ষাৎকার চাওয়া হয়, তাই ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সেই মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায় । ভক্তিমার্গেও এইসব ফিক্সড রয়েছে । বেদশাস্ত্র পড়ে বা মাথা চাপড়ে মুক্তি জীবনমুক্তিতে যাওয়া যায় না । প্রথমে বেনারসে গিয়ে কাশী কলবট খাওয়া হতো । বুঝতো তারা শিবপুরী অর্থাৎ মুক্তিতে যাওয়ার কথা কিন্তু যেতে পারতো না । মুক্তিদাতা তো এক বাবাই হন । ওঁনাকেই মুক্তি জীবনমুক্তি দাতা বলা হয় । দ্বিতীয় আর কেউই নিয়ে যেতে পারে না । সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল তো জীবনমুক্তি ছিল, জীবনবন্ধে কেউ আবদ্ধ ছিল না । তখন অনেক অল্প লোকজন থাকতো । এই সময়ে তো কত কোটি কোটি মানুষ রয়েছে, সত্যযুগে এত থাকে না । তাহলে সেই সময়ে বাকীরা কোথায় থাকে ? এইসবও তোমরা এখনই জেনেছো । সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান তোমরা এখনই পেয়েছো । রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তকে তো কেউই জানতে পারে না । এখন তোমরা জানো পতিত সৃষ্টির অন্তিম সময় । তারা তো বোঝে কলিযুগ এখনও আরো চল্লিশ বছর চলবে কিন্তু তোমরা জানো কলিযুগ এখন শেষ হওয়ার মুখে । সেই কারণেই তো বাবা এসেছেন আর জ্ঞান শোনাচ্ছেন । উচ্চ থেকে উচ্চ হলোই ভগবান । ওঁনার জন্মও এখানেই হয় । তিনি আসেন সঙ্গমে আর শেষ হওয়ার ইশারা দেন । বিনাশের সাক্ষাৎকারও তিনি করিয়েছেন । অর্জুনের জন্যও দেখানো হয়েছে না যে সাক্ষাৎকার হয়েছে! তোমরা বাচ্চারাও অনেক সাক্ষাৎকার করেছো । যত সময় কাছে আসবে তত তোমরা দেখতে পাবে । মানুষ যখন ঘরের কাছাকাছি আসতে থাকে তখন তার সব কথা মনে পড়তে থাকে , তাইতো! সেরকম তোমাদেরও অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। মুক্তিধামে গিয়ে আবার জীবনমুক্তিতে আসতে হবে । তুমি জানো ভারত সত্যিই বিশ্বের মালিক ছিল। বাবা বলেন আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে এসে তোমাদের রাজযোগ শেখাই । ভবিষ্যতে নতুন দুনিয়ার জন্য এই স্থাপনার কাজ হচ্ছে । সঙ্গমে স্থাপনা হয় । তোমরা ব্রাহ্মণরাই হচ্ছ সঙ্গমযুগে । তারা হলো শুদ্র আর তোমরা হলে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতা । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে থাকে না । মানুষরা থোড়াই জানে যে সঙ্গম কাকে বলা হয় ? একে কল্যাণকারী মনোহর সঙ্গমযুগ বলা হয় । যেখান থেকে পতিত ভারত পাবন তৈরী হয় । বাবাও হলেন কল্যাণকারী । তিনি ভারতেই আসেন। বাবা বলেন এখন তোমাদের চুরাশী জন্ম পুরো হয়েছে । এবার তুমি হলে পতিত, একজনও পবিত্র নয় । সবাই ভ্রষ্টাচারী । বিকার থেকে জন্ম গ্রহণ হয়েছে । তোমরা ছিলে শ্রেষ্ঠ দেবীদেবতা তারপর ক্রমান্বয়ে ক্ষত্রিয় , বৈশ্য আর শুদ্র তৈরী হয়েছো । এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, এবার দেবতা হবে । তারপর শেষে গিয়ে প্রজাপিতা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা স্থাপনা করবেন । কিসের? স্বর্গের , দেবীদেবতা ধর্মের। তোমরা এখানে এসেছো দেবীদেবতা তৈরী হতে , দৈবীয় গুণ ধারণ করতে । এইসব তো তোমরা বাচ্চারা ভালোভাবেই জেনেছো যে , কোনো বিকারীর এখানে প্রবেশের অনুমতি নেই । প্রথমেই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হয় । এবার প্রতিজ্ঞা করে যদি ভাঙ্গা হয় তাহলে তো একদম রসাতলে চলে যাওয়া হয়, এখানে বাবার সামনে পতিত কেউ আসতে পারে না । যদি ব্রাহ্মণী ভুল করে কাউকে নিয়ে যায় তাহলে তো তার ওপরেই দোষ আসে । তখন দুজনেই চণ্ডাল তৈরী হয় ।

যে পবিত্র হতে পারে না তার এখানে প্রবেশের অনুমতি বা আদেশ নেই । পার্সোনালি এসে বোঝা যেতে পারে কিন্তু বাবার সভায় আসা যায় না । যদি ভুল করে নিয়ে আসা হয় তাহলে তো তার চোট অনেক লাগে । আসে তো অনেকেই , সবাই জানে যে বেহদে বাবার কাছে যেতে হলে পবিত্র সবাইকে অবশ্যই হতে হবে । মীরা পবিত্র ছিল, তাই তার কত সম্মান ছিল । এখন তোমরা জ্ঞান অমৃতসুধা পান করাচ্ছো, তাও তারা বিষ পান করতে চাইছে । অবলাদের ওপর বিষের কারণে কত অত্যাচার হচ্ছে । কৃষ্ণের তো কথাই নেই । এটা তো অনেক বড় ভূল যে ভগবানের বদলে কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে ।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে ভক্তরা বলে ভক্তির পরে ভগবান ফল দিতে আসেন, তাহলে ভক্তি নিষ্ফল হলো তো! কিন্তু কিছুই বোঝে না । ভারতই গোল্ডেন এজড (স্বর্ণযুগ) ছিল, আর এখন হলো আয়রন এজড (লৌহ যুগ) । ডাকেও তারা পতিতপাবন আসুন, তাহলে তো পতিত হলো তাইনা! যদি কাউকে বলা হয় তোমরা হলে নরকবাসী পতিত, তাহলে বোঝে না । বাবা যখন বোঝদার (সমঝদার) বানিয়েছিলেন, তখন স্বর্গ ছিল, এখন অবুঝ হওয়ার কারণে কাঙ্গাল তৈরী হয়েছে । যখন দেবীদেবতার রাজ্য ছিল তখন ভারত কত উন্নত ছিল । বলাও হয় স্বর্গ ছিল, লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল, তাহলে আবার শাস্ত্রে এমন এমন কথা লেখা হয়েছে যে লোকেরা বোঝে সেখানেও অসুর ছিল । এই শাস্ত্র কোনো সদ্গতির জন্য নয় । যখন বাবা আসেন তখন বাবা সবার সদ্গতি করেন । এই হলো রাবণ রাজ্য, তখনই তো রামরাজ্য চাওয়া হয় । কিন্তু এটা জানে না যে রাবণ রাজ্য কখন শুরু হয়েছে । জ্ঞান সাগর বাবা তো সবাইকে সদ্গতিতে নিয়ে যান । এটা হলো বোঝার কথা । প্রতিটি আত্মা অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত করেছে । আত্মা এই পৃথিবীতে শান্তিধাম থেকে আসে পার্ট প্লে করতে । আত্মাও অবিনাশী আর ড্রামাও অবিনাশী । তার মধ্যে আত্মা হলো অবিনাশী এক্টর (নায়ক) । পরমধাম নিবাসী । গায়ন আছে চুরাশী জন্মের । তারা তো চুরাশী লাখ বলে । পরমাত্মাকে যখন নুড়ি পাথরে বলা হয় তখন ওঁনার গ্লানি হয় কিনা! বাবা তো ভারতে উপকার করে স্বর্গ তৈরী করতে আসেন । রাবণ তো অপকার করে নরক বানিয়েছে । এই হলো সুখ দুঃখের খেলা । এটা হলো কাঁটার জঙ্গল । বাবা এসে কাঁটাকে ফুল তৈরী করেন । বড় থেকে বড় কাঁটা হলো কামবিকার । এখন বাবা বলেন আমি পবিত্র বানাতে এসেছি । যারা পবিত্র হবে তারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক তৈরী হবে । বাবা সহজ যোগ শেখাতে এসেছেন । তিনি বলেন আমাকে নিজের প্রিয়তমের মতন স্মরণ করো । সকল আত্মাদের এক প্রিয়তমের ওপরেই ভালোবাসা থাকে । তিনি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যান কিন্তু বাবা বলেন তোমরা পতিত হলে যেতে পারবে না । আমায় স্মরণ করো তো খাদ বেরোবে ।

ড্রামা অনুসারে যখন সময় আসে তখনই আমি তোমাদের বাচ্চাদের পাবন বানাতে আসি । এটা সেই মহাভারতের লড়াই । মৃত্যুলোকে এটা হলো অন্তিম লড়াই ।অমরলোকে লড়াই হয় না । সেটাকে বলাই হয় রামরাজ্য, সেখানে সব ধর্মাত্মারা থাকে । এখানে আছে পাপ আত্মারা, পাপ করতে থাকে। পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয় । বাবা বলেন আমি এক সেকেন্ডে তোমাদের উড়তি (আরোহী) কলায় নিয়ে যাই । এতে শুধু একটাই জন্ম লাগে আর অবরোহী কলায় চুরাশী জন্ম লাগে । তাই বাবা বলছেন সবসময়ই, উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ করো । সাধূদেরও উদ্ধার করতে আমাকে আসতে হয় । তমোপ্রধান বুদ্ধিধারী মানুষরা যা কিছু শোনে সেগুলিকেই সত্যি সত্যি করতে থাকে । অন্ধ শ্রদ্ধালু হয়তো! তাই তারা অন্ধশ্রদ্ধার মতো পুতুলের পুজো করতে থাকে ।

বায়োগ্রাফী তারা কিছুই জানে না । এবার বাবা এসে এদের সবাইকে জ্ঞান দিচ্ছেন , যাকে বলা হয় (রুহানী স্পীরিচুয়াল নলেজ) আত্মিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান । সেটা হলো শাস্ত্রের (ফিলোসফী) দার্শনিক । এইসবও বাবাই বাচ্চাদেরকে বোঝান । দুনিয়ায় তো একটিও মানুষ নেই যে যারা পরমপিতা পরমাত্মাকে যথার্থ ভাবে জানে । মানুষ হয়ে বাবাকে না জানা তো জানোয়ারের থেকেও অধম হয় । দেবতাদের সামনে গিয়ে মহিমা করে যে আপনি হলেন সর্বগুণসম্পন্ন ..... কিন্তু হয়তো দুজনেই মানুষ, তাই না! কিন্তু এখানে তো পুরো কাঁটার জঙ্গল । বাবা তোমাকে কাঁটা থেকে ফুল তৈরী করছেন । ভারত সত্যখণ্ড ছিল, রাবণ এসে ভারতকে মিথ্যে খণ্ড তৈরী করেছে । সত্য খণ্ড তো একজন পরমপিতা পরমাত্মাই তৈরী করেন । বাবাই এসে পরিচয় দেন, সেটাও আবার ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের । তারপর আর এই জ্ঞান থাকবে না । তোমরা বাচ্চারা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক তৈরী হও । বাহুবল দ্বারা কেউ কখনও বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করতে পারে না । ভারত যে বিশ্বের মালিক ছিল সেই এখন কাঙ্গাল তৈরী হয়েছে । মানুষের বুদ্ধি এমন হয়েছে যে বাইরে বোর্ড দেখে, লেখা থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমার কুমারী,..... তাও তারা বোঝে না যে এটা একটা ঈশ্বরীয় পরিবার । এখানে তো ঢের বী.কে রয়েছে । এখানে তো অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথাই হয় না । এই হলো ঈশ্বরীয় ঘর । তারা বোঝে যে এটা একটা ইনস্টিটিউট । আরে ! এটা তো একটা পরিবার, তাই না ! কুমার কুমারী যখন, তখন এটা তো হল একটা ঘর, তাই না! এতো প্রদর্শনী করা হয়, বোঝানো হয় , কিন্তু তাও তারা থোড়াই বোঝে ! সাতদিনের কোর্স যখন ভালো ভাবে বোঝে তখন বুদ্ধিতে থাকে যে বাবা আবার বেহদের অধিকার দিতে এসেছেন । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) আরোহী কলায় যাওয়ার জন্য উঠতে বসতে এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে । বাবা সমান সবার ওপরে উপকার করতে হবে ।

২) জ্ঞান অমৃত সুধা পান করতে হবে আর পান করাতে হবে । কাঁটা থেকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান --: "আমিত্ব" (ম্যায়পন) ত্যাগ করে সর্বদা সেবার মাঝেই হারিয়ে যায় এমন ত্যাগ মুরত, সেবাধারী ভব!

সেবাধারী সেবায় সফলতার অনুভূতি তখন করতে পারবে যখন আমিত্ব অর্থাৎ ম্যায়পন ত্যাগ হবে। আমি সেবা করছি , আমি সেবা করেছি -- এই সেবা ভাব ত্যাগ করতে হবে । আমি নয় , কিন্তু আমি হলাম করনহার (নিমিত্ত) , করাবনহার অর্থাৎ করাচ্ছেন যিনি মানে বাবা । "আমিত্ব" বাবার স্নেহে মিশে যাক্ -- একে বলে সেবার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ত্যাগ মুরত সত্যিকারের

সেবাধারী । যিনি করাবার তিনিই করাচ্ছেন, আমরা তো হলাম নিমিত্ত মাত্র । সেবায় আমিত্ব মিশ্রিত হওয়া অর্থাৎ মোহতাজ হওয়া । সত্যিকারের সেবাধারীতে এই সংস্কার থাকে না ।

স্লোগান --: ব্যর্থতাকে সমাপ্ত করে দাও তাহলে সেবার সুযোগ সামনে আসবে ।